পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন: নাসিম

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, নারীর ক্ষমতায়ন চাই। কিন্তু কোনো পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তায়নের যেন জন্ম না হয়। পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন হয়ে যাবে।

রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, আজ নারী দিবস এটি একটি বড় দিন আমাদের জন্য। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে জলে-স্থলে সব জায়গায় নারীরা কাজ করছেন। শেখ হাসিনা আছেন বলেই নারীদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েছেন। মনে- প্রাণে নারীর ক্ষমতায়ন চাই। কিন্তু পাপিয়ার মতো দুর্বৃত্তের জন্ম হলে নারীর ক্ষমতায়ন অর্থহীন হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, নারী ক্ষমতায়নের যুগেও যখন শুনি নারী নির্যাতন হয়েছে তখন কষ্ট লাগে, দুঃখ লাগে। শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে কেন একজন নারী নির্যাতন হবে? আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছি বিচার আরও সংক্ষিপ্ত করতে হবে। দ্রুত বিচার করে এই পাশবিক নির্যাতন যারা করে তাদের দ্রুত বিচার আইনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সময়ে বিচারকার্য করেন প্রয়োজনে ফাঁসি দিন। দেশে সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন হয়েছে। বাংলাদেশে আজ প্রধানমন্ত্রী, সংসদের স্পিকার নারী, আমি চাই একজন রাষ্ট্রপতিও নারী হোক এই অপেক্ষায় আছি।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন

শফিক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড. মুরাদ হাসান, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম, চিত্রনায়িকা মৌসুমী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অরুন সরকার রানা, চিত্রনায়িকা রঞ্জিতা কনা, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, চিত্রপরিচালক রফিকুল ইসলাম বুলবুল, নাট্যশিল্পী আরিফা সুলতানা দীপা, এমএ মিলন, কণ্ঠশিল্পী বৃষ্টি রানী সরকার, কণ্ঠশিল্পী করিম খানসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সুত্র-যুগান্তর

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ ছিলেন মানব ধর্মের পূজারিণী –সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ জাতপাত বিশ্বাস করতেন না বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ।

তিনি বলেন, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ ছিলেন মানব ধর্মের পূজারিণী। তিনি জাতপাত বিশ্বাস করতেন না। তিনি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকল ধর্মের জন্য মিলিয়ে একটি ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। যেটি মানবধর্মই পরম ধর্ম।

তিনি বলেন, ‘লালনের সাথে মানুষের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। লালন শাহর মতো মানুষকে বিশ্বের কাছে উচুঁ করে পৃথিবীর মধ্যে আরেকটা উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি।

গতকাল রবিবার রাত পৌনে ৯ টায় কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ার লালন আখড়াবাড়িতে দোল পূর্ণিমার রাতে আনুষ্ঠানিভাবে স্মরণোৎসবের উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে, পশুপাখি,

গাছপালা, প্রকৃতিকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। তবেই আজকে লালনের এই স্মরণোৎসবে আসা স্বার্থক হবে।’

দেশের মধ্যে একটি কালচার ইউনিভার্সিটি হতে পারে। এবং সেটি এই কুষ্টিয়ায় হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ। এসময় তিনি বলেন, বিশ্ববরেণ্য লালন সাইজি আমাদের ধন্য করেছেন। তিনি বিশ্বজয়ী পাঠশালা করেছেন সেখানে মানুষ ছাড়া আর অন্য সবকিছু গুরুত্বহীন। নিজেকে চেনো তাহলে অন্যকে চিনতে তোমার সহজ হবে লালনের এই মর্মবাণী সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতলেই কেবল দেখবেন মানুষ মানুষের আত্মার পরম হয়ে উঠেছে।

লালন গানের ভেতর দিয়ে তার আদর্শ ও বাণী গুরু শিষ্য পরম্পরা প্রকাশ করেছেন। আজ আমরা কুষ্টিয়াবাসী ধন্য লালন সাঁইজির মত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব এখানে এসে আমাদের আলোকিত করেছেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, কুষ্টিয়া কোর্টের জিপি আখতারুজ্জামান মাসুম, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব।

আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন কুষ্টিয়ার ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওবায়দুর রহমান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি মো: আসলাম হোসেন।

মূল মঞ্চে আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহর আধ্যাত্মিক গানের আসর।

যেখানে দেশ বরেণ্য লালন শিল্পী ও লালন একাডেমির শিল্পীরা লালন সংগীত পরিবেশন করেন।

মেপ্র/আরপি

করোনা ভাইরাস থেকে পরিত্রাণের উপায়

চীনে নতুন করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাড়ছে আতঙ্ক। গত ডিসেম্বর থেকেই এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে চীনে। এটি অনেকটা সার্স ভাইরাসের মতো মানুষের মৃত্যু ডেকে আনছে।

ভাইরাসটি নিউমোনিয়া ধরনের অসুস্থতা সৃষ্টি করে এবং তারপর অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসায় সাড়া দেয় না। ভাইরাসটিতে সংক্রমণের লক্ষণ হচ্ছে সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা। এছাড়া জ্বর ও মাথাব্যথাও হতে পারে। এসব সমস্যা কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। দুর্বল ইমিউন সিস্টেমের মানুষ, বয়স্ক ও শিশুদের এই ভাইরাসে নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের মতো শ্বাসনালীর সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বিপদ এ কারণে যে, এর নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বিশেরভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো আপনা আপনি চলে যায়। চিকিৎসকরা ব্যথা বা জ্বরের ওষুধ দিয়ে উপসর্গগুলো থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন। গরম পানিতে গোসল গলাব্যথা বা কাশি থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক হতে পারে।

এ সময় প্রচুর তরল পান করুন, বিশ্রাম নিন এবং পর্যাপ্ত ঘুমান। রোগের উপসর্গগুলো যদি সাধারণ ঠান্ডার তুলনায় বেশি কিছু বলে মনে হয় তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

নতুন করোনা ভাইরাসগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য কোনো ভ্যাকসিন নেই। অন্তত এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। মার্স ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট নতুন করোনা ভাইরাসটির ভ্যাকসিন তৈরিতে কাজ করছে। কিন্তু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে ভ্যাকসিন নিয়ে আসতে এক বছরেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।
আপাতত প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো, যারা ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বা এই ভাইরাস বহন করছেন তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা, সবসময় সাবান দিয়ে হাতে ধোয়া; অন্তত

২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে।

সচেতন থাকাটাই মূল বিষয়। হাঁচি ও কাশি দেওয়ার সময় নাক ও মুখ ঢেকে রাখুন। বাইরে বেরোনোর সময় মাস্ক ব্যবহার করুন। পোষা প্রাণি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং সংক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। অনেক সময় এটি মানুষের জন্যও প্রাণঘাতী রোগের কারণ হতে পারে।

মেপ্র/আরপি

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত তিন জন

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত তিনজনের মধ্যে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান-আইইডিসিআর।

আক্রান্তদের মধ্যে দুজন পুরুষ, একজন নারী; তিনজনই বাংলাদেশি। তাদের মধ্যে দুজন ইতালির দুটি শহর থেকে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। এদের মধ্যে একজনের সংস্পর্শে আসায় পরিবারের আরেক সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা রোববার আইইডিসিআরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলেন, “তাদের সবার অবস্থাই স্থিতিশীল। তিনজনকেই হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।”

ওই তিনজনের সংক্রমণের বিষয়ে শনিবার নিশ্চিত হওয়ার কথা জানিয়ে অধ্যাপক ফ্লোরা বলেন, “দুজন দেশে আসার পর তাদের উপসর্গ দেখা দেয়। আমাদের হটলাইনে ফোন দিলে আমরা তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠাই। সেখানে দুজনের পজেটিভ আসে।

“তাদের কন্টাক্টে থাকা চারজনকে পরীক্ষা করেছি। একজন পজেটিভ। বাকিরা নেগেটিভ এসেছে।”

নভেল করোনাভাইরাস মূলত শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। এর লক্ষণ শুরু হয় জ্বর দিয়ে, সঙ্গে থাকতে পারে সর্দি, শুকনো কাশি, মাথাব্যথা, গলাব্যথা ও শরীর ব্যথা। সপ্তাহখানেকের মধ্যে দেখা দিতে পারে শ্বাসকষ্ট। উপসর্গগুলো হয় অনেকটা নিউমোনিয়ার মত।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো হলে এ রোগ কিছুদিন পর এমনিতেই সেরে যেতে পারে। তবে ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসের পুরোনো রোগীদের ক্ষেত্রে ডেকে আনতে পারে মৃত্যু।

নভেল করোনাভাইরাস এর কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন এখনো তৈরি হয়নি। ফলে এমন কোনো চিকিৎসা এখনও মানুষের জানা নেই, যা এ রোগ ঠেকাতে পারে। আপাতত একমাত্র উপায় হল, যারা ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বা এ ভাইরাস বহন করছেন- তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।

চিকিৎসকরা বলছেন, সংক্রমণ এড়াতে চাইলে ঘন ঘন হাত ধোয়া ভালো। সেই সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীও নিরাপদ রাখতে হবে।

গত ডিসেম্বরের শেষদিকে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়, যা ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় ১০০ দেশ ও অঞ্চলে।

বিশ্বজুড়ে ১ লাখ ৫ হাজারের বেশি মানুষ এ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে; মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৫৯৫ জনের।

এর আগে সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইতালিতে সাতজন বাংলাদেশি নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেও বাংলাদেশে এই প্রথম কারও মধ্যে এ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়লো।

মেপ্র/আরপি

মুজিববর্ষ যেন আত্মপ্রচারের

মাধ্যম না হয়: ওবায়দুল কাদের

বিনয় ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে মুজিববর্ষ উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান যেন ‘আত্মপ্রচার’র মাধ্যম না হয়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, মুজিব শতবর্ষ নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে সহ্য করা হবে না। এ অনুষ্ঠান নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করবেন না। মুজিববর্ষে কেউ ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না।

শুক্রবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সকালে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় বক্তব্য দেন ওবায়দুল কাদের। এতে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, আবদুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুস সবুর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, মুজিববর্ষে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড করতে নেতাকর্মীদের কোনো বাধা নেই। তবে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড যেন ‘আত্মপ্রচারের মাধ্যম’ না হয়। পোস্টারে নাম দিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের ছবি দেবেন না। বিলবোর্ড, পোস্টারে যাতে কারো ছবি না দেখি। এটা কঠোরভাবে মনিটর করা হবে।

সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানের নাম করে কেউ ‘চাঁদাবাজির দোকান’ খুলবেন না। চাঁদাবাজি করে এ অনুষ্ঠান যাতে কেউ না করে। অমুক দোকানদারকে এত টাকা দিতে হবে, অমুক ব্যবসায়ীকে অত টাকা দিতে হবে, অমুক বাড়িওয়ালাকে অত টাকা দিতে হবে- এমন বাড়াবাড়ি কোনো অবস্থায় সহ্য করা হবে না।

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে বিনয়, ধৈর্য আর ত্যাগের শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষে ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না। আমরা ক্ষমতায় আছি, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। যতটা সম্ভব বিনয়ী থাকবেন। মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন। অনুরোধ করব, যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা করে মুজিববর্ষের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখবেন।

নেতাকর্মীদের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপনের নামে

এলাকায় কারও সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে তারা কষ্ট পায়। কোনো প্রকার হয়রানির শিকার যেন কেউ না হয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি কর্মসূচি সুন্দরভাবে করবেন।

সুত্র-যুগান্তর

খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে কোনো ‘বর্ষ’ সফল হবে না: মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়াকে কারান্তরীণ রেখে বাংলাদেশে কোনো ‘বর্ষ’ পালন সফল হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপন করা একটি প্রহসন। কারণ খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন। ১৯৭১ সালেও যিনি স্বাধীনতার জন্যই কারাগারে ছিলেন পাকিস্তান বাহিনীর হাতে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এখনও কারাগারে আছেন। তাকে (খালেদা জিয়া) কারাগারে আটক রেখে কোনো বর্ষই সফল হবে না।

রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর শনিবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী শেখ রবিউল আলম রবিকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি মহাসচিব সেখানে যান।

মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল গণতন্ত্রের সংগ্রাম, গণতন্ত্রের যুদ্ধ। এটাকে কেন্দ্র করেই

দীর্ঘকাল ধরে আমাদের স্বাধীনতার দাবি উঠেছে, স্বাধিকারের আন্দোলন হয়েছে, সংগ্রাম হয়েছে। তারই পরিণতি হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একাত্তরের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং দেশ স্বাধীন হয়েছে। শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী বা একটি দল এই স্বাধীনতার দাবিদার হতে পারে না।

এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারতের এনআরসি-সিএএর পর সম্প্রতি যে দাঙ্গা হয়েছে, তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদির আসাটা কতটুকু সমীচীন-শোভনীয়, এটা তারাই বিচার করবেন।

‘বিএনপি নির্বাচনে সিরিয়াস নয়, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে অংশ নিচ্ছে’- আওয়ামী লীগ নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ তো কত কথাই বলবে। জনগণের সমর্থন ছাড়া, ম্যান্ডেটবিহীন অবস্থায় শুধু অস্ত্র দিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা এই ধরনের কথাবার্তা বলবে যাতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেটাতে তারা সক্ষম হয়নি। গণতান্ত্রিক যে রীতি রয়েছে, যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন, আমরা সেটাতে বিশ্বাস করি বলেই একটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসেবে এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। আমরা আগেও বলেছি, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার এবং গণতন্ত্রের মাতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। আমরা এই নির্বাচনে অত্যন্ত সিরিয়াস। তাদের (আওয়ামী লীগের) যে যুক্তি, তা কোনোদিনই গ্রহণযোগ্য না।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, কিন্তু এই সরকার জোর করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে, রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে নির্বাচন তাদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করে। সেটার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করার জন্য আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।ঢাকা-১০ আসনে উপনির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী শেখ রবিউল আলম রবির জয়ের ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের প্রার্থী গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী একজন নেতা। ছাত্র রাজনীতি করেছেন, দীর্ঘকাল রাজনীতি করছেন এবং এলাকায় তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় মানুষ। আমি বিশ্বাস করি, সে অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। তার মেধা দিয়ে সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল

হাসান মাহমুদ টুকু, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, প্রচার সম্পাদক শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মহিলা দলের যুগ্ম সম্পাদক হেলেন জেরিন খান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, সহসভাপতি নবী উল্লাহ নবী প্রমুখ।

সুত্র-যুগান্তর

মুজিববর্ষ যেন আত্মপ্রচারের মাধ্যম না হয়: ওবায়দুল কাদের

বিনয় ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে মুজিববর্ষ উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান যেন ‘আত্মপ্রচার’র মাধ্যম না হয়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, মুজিব শতবর্ষ নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে সহ্য করা হবে না। এ অনুষ্ঠান নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করবেন না। মুজিববর্ষে কেউ ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না।

শুক্রবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

সকালে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় বক্তব্য দেন ওবায়দুল কাদের। এতে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, আবদুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুস সবুর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, মুজিববর্ষে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড করতে নেতাকর্মীদের কোনো বাধা নেই। তবে পোস্টার,

ব্যানার, বিলবোর্ড যেন ‘আত্মপ্রচারের মাধ্যম’ না হয়। পোস্টারে নাম দিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের ছবি দেবেন না। বিলবোর্ড, পোস্টারে যাতে কারো ছবি না দেখি। এটা কঠোরভাবে মনিটর করা হবে।

সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানের নাম করে কেউ ‘চাঁদাবাজির দোকান’ খুলবেন না। চাঁদাবাজি করে এ অনুষ্ঠান যাতে কেউ না করে। অমুক দোকানদারকে এত টাকা দিতে হবে, অমুক ব্যবসায়ীকে অত টাকা দিতে হবে, অমুক বাড়িওয়ালাকে অত টাকা দিতে হবে- এমন বাড়াবাড়ি কোনো অবস্থায় সহ্য করা হবে না।

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে বিনয়, ধৈর্য আর ত্যাগের শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষে ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না। আমরা ক্ষমতায় আছি, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। যতটা সম্ভব বিনয়ী থাকবেন। মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন। অনুরোধ করব, যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা করে মুজিববর্ষের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখবেন।

নেতাকর্মীদের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপনের নামে এলাকায় কারও সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে তারা কষ্ট পায়। কোনো প্রকার হয়রানির শিকার যেন কেউ না হয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি কর্মসূচি সুন্দরভাবে করবেন।

সুত্র-যুগান্তর

২ সন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর নিজের শরীরে আগুন দিল মা!

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের একটি বাড়ি থেকে দুই শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাদের মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ দক্ষিণ গোড়ানের একটি বাড়ি থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করে।

নিহতরা হলেন- জান্নাতুল ফেরদৌস (১১) ও আলভী (৮)।

পুলিশ বলছে, পপি নামের এক নারী তার দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর নিজের শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন।

অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খিলগাঁও থানার ওসি জানান, শুক্রবার রাতের কোনো এক সময়ে পপি তার দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর নিজের শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় পপিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান তিনি।

সূত্র-যুগান্তর

‘বিএনপিকে পাহারা দিচ্ছেন রিজভী’

দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বিএনপিকে পাহারা দিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ।

শুক্রবার সকালে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রিজভীর লেখা ‘সময়ের স্বরলিপি’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মওদুদ আহমদ বলেন, দলের জন্য রিজভীর অবদান, রিজভীর ত্যাগ আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দিনের পর দিন সে পল্টন অফিসে দিন কাটায়। সে দলটাকে পাহারা দিচ্ছে। ভাবিও তাকে সমর্থন দেন উৎসাহ দেন। না হলে কীভাবে সে এখানে দিন কাটায়।

তিনি বলেন, রিজভীর রক্তে পার্টি অফিস। মানে পার্টি ও দল একেবারে তার ধমনিতে মিশে গেছে। শত অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতন ও জেলজুলুমের মধ্যেও কারাবন্দি খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য রাস্তায় নেমে মিছিল করছে রিজভী। যাদের করার কথা, তাদের তো দেখি না। সে দলটাকে পাহারা দিচ্ছে। সময়ের স্বরলিপি লেখার সময় পেল কোথায়। রিজভী এই অবদান দলের কোনো নেতাকর্মী ভুলতে পারবে না।

মওদুদ আরও বলেন, আমাদের দেশে পড়ার লোক খুবই কম। দলের প্রত্যেক নেতাকর্মী এই বইটি যেন পড়ে। বইটি খ্যাতি লাভ করবে। বিএনপির সবস্তরের নেতাকর্মীকে এই বইটি পড়ার আহ্বান জানান তিনি। মওদুদ বলেন, আমি লিখেছি, কিন্তু ছাপতে পারছি না। নিষেধাজ্ঞা আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট এজেডএম জাহিদ হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, চিত্রনায়ক আশরাফ উদ্দিন উজ্জল, ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সুত্র-যুগান্তর

পাপিয়াকাণ্ডে বিব্রত নই: কাদের

ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাকমেইল করে টাকা হাতিয়ে নেয়া, অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার বহিষ্কৃত যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়াকাণ্ডে আওয়ামী লীগ বিব্রত নয় বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমণ্ডির আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ক্ষমতাসীন দলে কিছু অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ে এমন ইঙ্গিত দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, রুলিং পার্টিতে এ ধরনের বেনোজল (বন্যায় ভেসে আসা) ঢুকে পড়বেই। এখনও অনেক বেনোজল শাস্তির পথে আছে। আমাদের দলীয় অনেকেরই জড়িত থাকার বিষয়ে আমরা বিব্রত হইনি, আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে দেখেছি। কাজেই এখানে আমরা বিব্রত নই। তারা কোন দলের লোক, কী তাদের পরিচয়, সেটি আমরা দেখিনি। বর্তমানেও আমরা এ নিয়ে বিব্রত নই।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সৎসাহস সরকারের আছে জানিয়ে ক্ষমতাসীন দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, এ ধরনের অপরাধ, অপকর্ম, একটা বিশাল দেশ বাংলাদেশ– হতেই পারে, কিছু বেনোজলও ঢুকবে। বেনোজল রুলিং পার্টিতে ঢুকবে। বেনোজল আমরা প্রতিরোধ করতে জানি এবং এ বেনোজলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সৎসাহস শেখ হাসিনার সরকারের আছে। অতীতেও ছিল এখনও আছে।

আরও অনেকে নজরদারিতে আছে জানিয়ে তিনি বলেন, শুদ্ধি অভিযানের নজরদারিতে এখনও অনেক বেনোজল শাস্তি মোকাবেলা করার পথে আছে, নজরদারিতে আছে। কাজেই কেউ যেন মনে না করে কেউ একজনের পাপ, অপরাধ দলীয় পরিচয় থাকার কারণে ঢাকা পড়ে যাবে অথবা শাস্তি থেকে পার পেয়ে

যাবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মান্নাফি, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মঈনুল হোসেন খান নিখিল, ঢাকা-১০ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক পাপিয়াকে সম্প্রতি বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এর পর তাকে সংগঠন থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়।

সুত্র-যুগান্তর